টিকাদান আইন, ১৮৮০

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক

প্রস্তাবনা

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

শহর ও স্থানীয় এলাকায় এই আইন প্রযোজ্য করিবার ক্ষমতা

উক্তরূপ প্রযোজ্যতার বিষয়ে আপত্তি

উহার পদ্ধতি

প্রবর্তন

২। ব্যাখ্যামূলক দফা

শিশুরটিকাদান

৩। বাধ্যতামূলক স্থানে জন্ম গ্রহণকারী শিশু, এবং উক্ত স্থানে বসবাসের জন্য আনীত অরক্ষিত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাহাদের টিকাদান করাইবেন

অরক্ষিত শিশুকে পনেরো দিনের মধ্যে টিকাদান করাইতে হইবে

গণটিকাদানকারী তাহার সম্মুখে আনীত সকল শিশুকে টিকাদান করিতে বাধ্য থাকিবেন

৪। পরিদর্শন

পুনরায় টিকাদান

৫। কোনো শিশু টিকাদানের অনুপযুক্ত হইলে, ফরম ক অনুযায়ী সনদ প্রদান করিতে হইবে,যাহা এক মাসের জন্য বৈধ থাকিবে, কিন্তু নবায়নযোগ্য হইবে

৬। শিশুর গুটি বসন্ত হইলে অথবা সফলভাবে টিকাদান সম্ভব না হইলে করণীয়

৭। সফল টিকাদান বিষয়ে সনদ প্রদানের বিধান

৮। গণটিকাদান কেন্দ্রে টিকাদানের জন্য বা সনদের জন্য কোনো ফি ধার্য করা যাইবে না

৯। কিভাবে ফি ব্যবহার করা যাইবে

১০। টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক বা তাহার সহকারীগণ শিশুর টিকাদান পরিদর্শন করিতে পারিবেন

অরক্ষিত ব্যক্তির টিকাদান

১১। অরক্ষিত ব্যক্তিকে টিকাদান করিতে হইবে

১২। পূর্ববর্তী ধারাসমূহের প্রযোজ্যতা

১৩। বন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক অরক্ষিত ব্যক্তি বন্দরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে টিকাদান করাইবেন

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কতিপয় ক্ষেত্রে, অরক্ষিত ব্যক্তি জাহাজে থাকাবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে টিকাদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন

বিবিধ

১৩ক। গৃহের দখলকার, ইত্যাদি, প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিবেন

১৪। গণটিকাদান কেন্দ্র

গণটিকাদানকারী নিয়োগ, ইত্যাদি

কেন্দ্র এবং উপস্থিতির সময় সম্পর্কিত নোটিশ

১৫। ডেপুটি কমিশনারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৬। টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক

১৭। **[**বিলুপ্ত**]**

নিবন্ধন

১৮। টিকাদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জন্ম নিবন্ধক নোটিশ প্রদান করিবেন

১৯। সকল সনদের ডুপ্লিকেট নিবন্ধককে সরবরাহ করিতে হইবে

২০। নিবন্ধক কর্তৃক টিকাদানের নোটিশ এবং সনদ বহি সংরক্ষণ করিবেন

২১। টিকাদান সম্পর্কিত তথ্যসহ জন্ম নিবন্ধনের ডুপ্লিকেট রেজিস্টারও সংরক্ষণ করিবেন

২২। স্থগিতকৃত টিকাদান রেজিস্টার বহিও সংরক্ষণ করিবেন

২৩। তত্ত্বাবধায়কের নিকট রিটার্ন সরবরাহ

২৪। সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে

২৫। **[**বিলুপ্ত**]**

অপরাধ ও দন্ড

২৬। ম্যাজিস্ট্রেট চৌদ্দ বৎসরের নিম্নের যে কোনো অরক্ষিত শিশুকে টিকাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন

উক্ত আদেশ অমান্যের জন্য দন্ড

২৭। শিশু উপস্থাপন না করিবার দন্ড

২৮। অবহেলাপূর্বক টিকাদান না করিবার দন্ড

অবহেলাপূর্বক শিশুকে আনিয়াটিকাদান না করাইবার দন্ড

২৯। মিথ্যা সনদ তৈরি বা স্বাক্ষর করিবার দন্ড

২৯ক। গণটিকাদানকারী বা পরিদর্শককে তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানের দন্ড

২৯খ। গণটিকাদানকারী বা পরিদর্শক কর্তৃক বিরক্তিকর তথ্য লিপিবদ্ধের দন্ড

৩০। সরকার বা টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক মামলা দায়ের

৩১। অবহেলার জন্য মামলা

বিবিধ

৩২। টিকাদানকৃত শিশুর সংখ্যা, ইত্যাদি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত

৩৩। সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে

প্রথমত ফসিল

তফসিল-ক	তফসিল-ঙ
তফসিল-খ	তফসিল-চ
তফসিল-গ	তফসিল-ছ

টিকাদান আইন, ১৮৮০

১৮৮০ সনের ৫ নং আইন

[২৬শে মে, ১৮৮০]

টিকাদান বাধ্যতামূলক করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।*

প্রারম্ভিক

প্রস্তাবনা।- যেহেতু বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর এবং কতিপয় শহর ও অতঃপর নির্বাচিত স্থানীয় এলাকা যেখানে এই আইন প্রযোজ্য হইবে সেইখানে টিকাদান বাধ্যতামূলক করিবার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।-** এই আইন [১][* * *] টিকাদান আইন, ১৮৮০ নামে অভিহিত হইবে।

শহর ও স্থানীয় এলাকায় এই আইন প্রযোজ্য করিবার ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শহর বা নির্বাচিত স্থানীয় এলাকায় এই আইন, বা উহার কোনো বিধান, প্রযোজ্য করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিতে পারিবে।

উক্তরূপ প্রযোজ্যতার বিষয়ে আপত্তি।- উক্ত শহর বা এলাকার যে কোনো অধিবাসী, উক্তরূপ প্রযোজ্যতার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে, সরকারের সচিবের নিকট লিখিতভাবে তাহার আপত্তি প্রেরণ করিতে পারিবে, এবং সরকার এইরূপ আপত্তি বিবেচনা করিবে।

পদ্ধতি।- যেক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, যদি উক্তরূপে কোনো আপত্তি প্রেরিত না হয়, অথবা (যেক্ষেত্রে উক্তরূপ আপত্তি প্রেরিত হইয়াছে) উহা অপর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রস্তাবিত প্রযোজ্যতা কার্যকর করিতে পারিবে।

এই ধারায় উল্লিখিত কোনো প্রজ্ঞাপনের সারমর্ম উক্তরূপ শহর বা এলাকার স্থানীয় ভাষায় সংশ্লিষ্ট শহর বা এলাকায়, সরকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ মাধ্যম ও পদ্ধতিতে, প্রজ্ঞাপন ঘোষণা ও জারি করা হইবে।

প্রবর্তন।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে এই আইনের প্রয়োগ স্থগিত করিতে পারিবে।

২। **ব্যাখ্যামূলক দফা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

"পিতা-মাতা" অর্থে বৈধ সন্তানের পিতা ও মাতা, এবং অবৈধ সন্তানের মাতা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"অভিভাবক" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যাহার উপর আইনগতভাবে, বা স্বাভাবিক অধিকারবলে, বা স্বীকৃত রীতি অনুসারে কোনো শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা বা হেফাজতের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়, অথবা যিনি কোনো শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা বা হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা এতদুদ্দেশ্যে আইনানুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ

[১]* "বেঙ্গল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তফসিলবলে প্রতিস্থাপিত।

কর্তৃক যাহার উপর কোনো শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা বা হেফাজতের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে;

"গণটিকাদানকারী (public vaccinator)" অর্থ এই আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো টিকাদানকারী, বা গণটিকাদানকারী হিসাবে কাজ করিবার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

"পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন পরিদর্শকের সকল বা যে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

"চিকিৎসক" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ঔষধ বা শল্য চিকিৎসা প্র্যাকটিসের জন্য কোনো ডিপ্লোমা, ডিগ্রি বা লাইসেন্স দ্বারা যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন;

"অরক্ষিত শিশু" অর্থ এমন শিশু যে স্বাভাবিকভাবে বা সফলভাবে টিকাদানের মাধ্যমে বসন্ত রোগ হইতে সুরক্ষিত হয় নাই, এবং যিনি এই আইনের বিধান অনুযায়ী টিকাদানে বোধশক্তিহীন হিসাবে প্রত্যায়িত হয় নাই;

"অরক্ষিত ব্যক্তি" অর্থে এমন ব্যক্তি যিনি স্বাভাবিকভাবে বা সফলভাবে টিকাদানের মাধ্যমে বসন্ত রোগ হইতে সুরক্ষিত হন নাই, এবং যিনি এই আইনের বিধান অনুযায়ী টিকাদানে বোধশক্তিহীন হিসাবে প্রত্যায়িত হন নাই, এবং পিতা-মাতা বা অভিভাবক নাই এমন শিশুও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা।

শিশুর টিকাদান

৩। **বাধ্যতামূলক স্থানে জন্মগ্রহণকারী শিশু, এবং উক্ত স্থানে বসবাসের জন্য আনীত অরক্ষিত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক আবশিকভাবে তাহাদের টিকাদান করাইবেন।—** উপরে বর্ণিতভাবে এই আইন প্রযোজ্য হয় এইরূপ স্থানে, বা পরবর্তীতে প্রযোজ্যতা বৃদ্ধি করা হয় এইরূপ স্থানে জন্মগ্রহণকারী শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক শিশুর জন্মের ছয় মাসের মধ্যে, এবং

উপরে বর্ণিত স্থানে, সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে, বসবাসের জন্য আনীত চৌদ্দ বৎসরের কম কোনো অরক্ষিত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক, উক্তরূপ শিশুর এইরূপ স্থানে আসিবার ছয় মাসের মধ্যে,

উহাকে কোনো গণটিকাদান কেন্দ্রে টিকাদান করিবার জন্য আনিবেন বা আনাইবেন, অথবা উক্তরূপ সময়ের মধ্যে, কোনো চিকিৎসক বা গণটিকাদানকারী কর্তৃক টিকাদান করাইবেন; এবং

অরক্ষিত শিশুকে পনেরো দিনের মধ্যে টিকাদান করাইতে হইবে।- যেক্ষেত্রে টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক, পরবর্তীতে নিযুক্ত, উপযুক্ত মনে করিলে, এই আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত ফরমে অরক্ষিত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবকে, নোটিশ প্রদান করিয়া, নোটিশ প্রদানের পনেরো দিনের মধ্যে, উক্তরূপ শিশুকে টিকাদানের জন্য টিকাদান কেন্দ্রে আনিবার জন্য বা আনাইবার জন্য, তলব করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে উক্তরূপ সময়ের মধ্যে কোনো চিকিৎসক বা গণটিকাদানকারী কর্তৃক টিকাদান করাইবেন; এবং

গণটিকাদানকারী তাহার সম্মুখে আনীত সকল শিশুকে টিকাদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।- উক্তরূপ সময়ের মধ্যে উক্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবক তলবকৃত বিষয় প্রতিপালন করিবেন; এবং

কোনো গণটিকাদানকারী তাহার নিকট টিকাদানের জন্য কোনো টিকাদান কেন্দ্রে উক্তরূপ শিশু বা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোনো শিশু আনীত হইলে, অথবা গণটিকাদান কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে তাহাকে

টিকাদান করিতে অনুরোধ করা হইলে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, পরবর্তীতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্তরূপ শিশুকে টিকাদান করিবেন।

৪। **পরিদর্শন।-** পিতা-মাতা বা অভিভাবক, টিকাদান কার্য পরিচালিত হইবার অন্যূন সাত দিন বা অনধিক দশ দিন পর, অথবা প্রয়োজনে, পূর্ববর্তী কোনো দিনে, অপারেশনের ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশে অপারেটর (যদি চিকিৎসক হন) বা পরিদর্শক দ্বারা শিশুটিকে পরীক্ষা করাইবেন; এবং

যদি কোনো গণটিকাদানকারী গণটিকাদান কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে টিকাদান করেন, তাহা হইলে একজন পরিদর্শক উপরে বর্ণিত সময়ে এবং উদ্দেশ্যে শিশুটিকে পরীক্ষা করিবেন, তাহাকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করা হউক বা না হউক।

পুনরায় টিকাদান।- টিকাদান ব্যর্থ হইবার ক্ষেত্রে, এইরূপ পিতা-মাতা বা অভিভাবক, পরিদর্শক বা চিকিৎসক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, শিশুটিকে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় টিকাদান করাইবেন এবং পরবর্তীতে পূর্ববর্ণিতভাবে পরীক্ষা করাইতে হইবে।

এই ধারার অধীন পরিদর্শক কর্তৃক কোনো কিছু করিবার জন্য কোনো ফি আদায় করা যাইবে না।

৫। **কোনো শিশু টিকাদানের অনুপযুক্ত হইলে, ফরম ক অনুযায়ী সনদ প্রদান করিতে হইবে।-** যদি কোনো পরিদর্শক বা চিকিৎসক এই মর্মে অভিমত প্রদান করেন যে, কোনো শিশু টিকাদানের জন্য উপযুক্ত নয়, তাহা হইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-ক ফরমে অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে স্ব-হস্তে উক্ত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবকে এই মর্মে একটি সনদ প্রদান করিবেন যে, শিশুটি টিকাদানের জন্য অনুপযুক্ত।

উক্ত সনদ এক মাসের জন্য বৈধ থাকিবে, কিন্তু নবায়নযোগ্য হইবে।- উক্ত সনদ এক মাসের জন্য বৈধ থাকিবে, কিন্তু অব্যবহিত এক মাসের জন্য উহা নবায়নযোগ্য হইবে যতক্ষণ না পরিদর্শক বা চিকিৎসক মনে করেন যে, শিশুটি টিকাদানের জন্য উপযুক্ত, তখন যুক্তিসঙ্গত দ্রুততার সহিত শিশুটিকে টিকাদান করা হইবে, এবং ধারা ৭ অনুযায়ী যদি উহার ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহা হইলে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-গ ফরমে টিকাদান কৃতকার্য হইয়াছে মর্মে একটি সনদ প্রদান করিতে হইবে।

৬। **শিশুর গুটি বসন্ত হইলে অথবা সফলভাবে টিকাদান সম্ভব না হইলে করণীয়।-** (১) যদি কোনো পরিদর্শক বা চিকিৎসক দেখিতে পান-

(ক) যে শিশুকে টিকাদানের জন্য আনয়ন করা হইয়াছে তাহার ইতোমধ্যে গুটি বসন্ত হইয়াছে, অথবা

(খ) যে শিশুটিকে সফলভাবে টিকাদান অনুভবশক্তিহীন হওয়ায় তাহাকে তিনবার অসফলভাবে টিকাদান করা হইয়াছে,

তাহা হইলে তিনি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিলের খ ফরম অনুযায়ী অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে উক্তরূপ শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে স্ব-হস্তে একটি সনদ প্রদান করিবেন।

(২) যদি তত্ত্বাবধায়ক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত শিশুর ইতোমধ্যে গুটি বসন্ত হইয়াছে অথবা সফলভাবে টিকাদানে বোধশক্তিহীন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ সনদ সত্যায়ন করিবেন।

(৩) উক্তরূপ সত্যায়ন টিকাদানের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে,-

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে; এবং

(খ) উক্ত উপ-ধারার দফা (খ) এর ক্ষেত্রে বারো মাসের জন্য।

(৪) উক্তরূপ সময় অতিবাহিত হইবার পর, উক্ত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটিকে পুনরায় টিকাদানের জন্য উপস্থাপন করিবেন; এবং

পরিদর্শক বা চিকিৎসক যদি আরও দুইবার অসফলভাবে টিকাদানের পর দেখিতে পান যে, শিশুটি সফলভাবে টিকাদানে অনুভবশক্তিহীন, তাহা হইলে তিনি এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-খ ফরমে বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে স্ব-হস্তে একটি সনদ প্রদান করিবেন; এবং

তত্ত্বাবধায়ক যদি পুনরায় সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি সফলভাবে টিকাদানে বোধশক্তিহীন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ সনদ সত্যায়ন করিবেন এবং উক্তরূপ সত্যায়ন পরবর্তী টিকাদান হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

৭। **সফল টিকাদান বিষয়ে সনদ প্রদানের বিধান।-** যখন কোনো গণটিকাদানকারী বা চিকিৎসক কোনো শিশুর উপর টিকাদানের জন্য অপারেশন করেন, এবং একজন পরিদর্শক বা উক্তরূপ চিকিৎসক নিশ্চিত হন যে, টিকাটি সফল হইয়াছে, তাহা হইলে পরিদর্শক বা, ক্ষেত্রমত, চিকিৎসক এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-গ ফরমে শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে এই মর্মে একটি সনদ প্রদান করিবেন যে, শিশুটির টিকা সফলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

৮। **গণটিকাদান কেন্দ্রে টিকাদানের জন্য বা সনদের জন্য কোনো ফি ধার্য করা যাইবে না।-** কোনো পরিদর্শক কর্তৃক কোনো শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে উপরে বর্ণিত সনদ প্রদানের জন্য, অথবা এই আইনের অধীন গণটিকাদান কেন্দ্রে কোনো গণটিকাদানকারী কর্তৃক টিকাদানের জন্য কোনো ফি বা সম্মানি ধার্য করা যাইবে না।

কিন্তু, যেক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিবাবকের অনুরোধে টিকাদানের জন্য টিকাদান কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে গণটিকাদানকারীকে উপস্থিত হইতে হয়, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অনধিক পঞ্চাশ পয়সা ফি প্রদান করা যাইবে; উক্ত ফি পরবর্তী ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে হইবে।

৯। **ফি কিভাবে আদায়কৃত হইবে।-** সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিতরূপে উক্তরূপ সকল ফি আদায় করা যাইবে।

১০। **টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক বা তাহার সহকারীগণ শিশুর টিকাদান পরীক্ষা করিতে পারিবেন।-** টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক, পরবর্তীতে নিযুক্ত, অথবা তাহার যে কোনো সহকারী, অথবা কোনো পরিদর্শক, সময় সময়, শিশুর টিকাদান পরীক্ষা করিতে পারিবেন, যাহা গণটিকাদানকারী বা চিকিৎসক কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে; এবং তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উক্ত শিশুকে পনুরায় টিকাদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

অরক্ষিত ব্যক্তির টিকাদান

১১। **অরক্ষিত ব্যক্তিকে টিকাদান করিতে হইবে।-** টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, প্রত্যেক অরক্ষিত ব্যক্তিকে, এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিলের ঘ ফরমে নোটিশ প্রদান করিয়া, নোটিশ প্রদানের পনেরো দিনের মধ্যে, তাহাকে গণটিকাদানকারী বা চিকিৎসকের নিকট টিকাদানের জন্য উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, উক্ত সময়ের মধ্যে, টিকাদানের জন্য গণটিকাদানকারী বা চিকিৎসকের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করিবেন।

১২। **পূর্ববর্তী ধারাসমূহের প্রযোজ্যতা।-** অরক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ধারা ৩ হইতে ধারা ১০ (উভয় ধারাসহ) এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে, প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **বন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অরক্ষিত ব্যক্তি বন্দরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে টিকাদান করাইবেন।-** অরক্ষিত ব্যক্তিগণের চট্টগ্রাম বন্দরে আগমনের ক্ষেত্রে, তাহাদের উক্ত বন্দরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, ধারা ১১ এবং ৩০ দ্বারা উক্ত টিকাদান তত্ত্বাবধায়ককে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, সেই ক্ষমতা বন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক, কতিপয় ক্ষেত্রে, অরক্ষিত ব্যক্তি জাহাজে থাকাবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে টিকাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।- যদি উক্ত চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো জাহাজ আগমন করে যাহাতে গুটি বসন্তে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি থাকে, এবং যদি উক্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মনে করেন যে, চট্টগ্রাম শহর বা শহরতলিতে গুটি বসন্তের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি জাহাজে অবস্থানরত যে কোনো অরক্ষিত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে টিকাদানের জন্য উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, জাহাজ ত্যাগ করিবার পূর্বে, উক্ত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বা এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে টিকাদানের জন্য উপস্থিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইহার কোনো কিছুই সরকারের মালিকানাধীন বা সরকারি সেবায় নিয়োজিত, বা কোনো বিদেশি রাজপুত্র বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

বিবিধ

১৩ক। **গৃহের দখলকার, ইত্যাদি, প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিবেন।-** চট্টগ্রাম শহর বা বন্দর, বা চট্টগ্রামের শহরতলির সীমানাধীন কোনো গৃহ, বেষ্টিত স্থান, জাহাজ বা অন্যান্য স্থান দখলকারী টিকাদান তত্ত্বধায়ক, বা চিকিৎসক, বা গণটিকাদানকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক যথযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উহাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিবেন, যিনি রাষ্ট্রের রীতি-নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে উহাতে বসবাসকারী ব্যক্তি সুরক্ষিত না অরক্ষিত উহা নির্ধারণের জন্য প্রবেশ করিবেন।

যেখানে কোনো মহিলা সুরক্ষিত না অরক্ষিত উহা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আচরণ ও রীতির প্রতি খেয়াল রাখিয়া তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতে হইবে।

১৪। **গণটিকাদান কেন্দ্র।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডেপুটি কমিশনার, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য, সময় সময়, যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ কেন্দ্রসমূহ নির্ধারণ করিবেন।

এইরূপ কেন্দ্রসমূহ গণটিকাদান কেন্দ্র নামে অভিহিত হইবে।

গণটিকাদানকারী নিয়োগ, ইত্যাদি।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডেপুটি কমিশনার, সময় সময়, যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ সংখ্যক গণটিকাদানকারী নিয়োগ, এবং টিকাদান কেন্দ্র নির্ধারণ, করিতে পারিবেন।

কেন্দ্র এবং উপস্থিতির সময় সম্পর্কিত নোটিশ।- ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই ধারার বিধানের অধীন নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রের অবস্থান, এবং প্রতিটি কেন্দ্রে গণটিকাদানকারীর উপস্থিতির তারিখ ও সময় প্রকাশ করিতে হইবে।

১৫। **ডেপুটি কমিশনারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** ডেপুটি কমিশনার, উপরে বর্ণিত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, গণটিকাদানকারী ও পরিদর্শকের বেতন, এবং এই আইনের অধীন ফি নির্ধারণ ও আদায়ের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৬। **টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক।-** কোনো জেলার সিভিল সার্জন, বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কর্মকর্তা, উক্ত জেলায়, এই আইন দ্বারা টিকাদান তত্ত্বাবধায়ককে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

সরকারের আদেশ সাপেক্ষে, এইরূপ কর্মকর্তার গণটিকাদানকারী এবং পরিদর্শকের সকল কার্যক্রমের উপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে, এবং তিনি এই আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক যেরূপ নির্দেশিত হইবে সেইরূপ গণটিকাদান সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। [পূর্ব পাকিস্তান মেয়াদোত্তীর্ণ এবং সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৩নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিলুপ্ত।]

নিবন্ধন

১৮। **টিকাদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জন্ম নিবন্ধক কর্তৃক নোটিশ প্রদান।-** বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন শিশুর জন্ম নিবন্ধনের পর, নিবন্ধক এতৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-ঙ অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে মুদ্রিত ফরমে জন্ম সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং উক্ত নোটিশের সহিত এই আইন দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন সনদের ফরম সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৯। **সনদের ডুপ্লিকেট নিবন্ধকের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে।—** তফসিল- ক, খ ও গ ফরমে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সনদ প্রদানকারী প্রত্যেক পরিদর্শক বা চিকিৎসক, উক্তরূপ নোটিশ প্রদানের একুশ দিনের মধ্যে, যে জেলায় শিশুর জন্ম হইয়াছে এবং যাহার তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইয়াছে সেই জেলার জন্ম নিবন্ধককে, অথবা, যদি ইহা তাহার জানা না থাকে, তাহা হইলে যে জেলায় শিশুকে টিকাদান করা হইয়াছে বা টিকাদানের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে সেই জেলার নিবন্ধককে, উহার একটি প্রতিলিপি সরবরাহ করিবেন।

২০। **নিবন্ধক কর্তৃক টিকাদানের নোটিশ এবং সনদ বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।-** ধারা ৩৩ এর অধীন, সময় সময়, প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, জন্মনিবন্ধক একটি বহি সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে তিনি তৎকর্তৃক প্রদত্ত টিকাদান প্রদানের নোটিশের প্রয়োজনীয় বিবরণ এতৎসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং তাহার নিকট সরবরাহকৃত সনদের প্রতিলিপিও উহাতে নিবন্ধন করিবেন।

২১। **নিবন্ধক কর্তৃক টিকাদান সম্পর্কিত তথ্যসহ জন্ম নিবন্ধনের ডুপ্লিকেট রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।-** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে মর্মে বাধ্যবাধকতা থাকিলে, তিনি শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদের প্রতিলিপি রেজিস্টার প্রস্তুত করিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে তিনি ধারা ৩৩ এর অধীন, সময় সময়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অতিরিক্ত কলামসহ, কোনো শিশুর জন্ম সম্পর্কিত নিবন্ধন তফসিল-খ বা তফসিল-গ ফরমে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক সনদের প্রতিলিপি, এবং এই মর্মে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিবেন যে, শিশুকে টিকাদান করা হইয়াছে বা, ক্ষেত্রমত, সে টিকাদানে বোধশক্তিহীন।

২২। **নিবন্ধক কর্তৃক স্থগিতকৃত টিকাদান রেজিস্টার বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।-** নিবন্ধক এততৎসঙ্গে সংযুক্ত তফসিল-চ ফরমে স্থগিতকৃত টিকাদানের রেটিস্টার বহিও সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে তিনি প্রত্যেক শিশুর নাম অন্তর্ভুক্ত করিবেন যাহার সম্পর্কে তফসিল-ক ফরমে সনদের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্তরূপ ডুপ্লিকেট সনদের তারিখসহ, এবং তিনি পরবর্তীতে একাধিক সনদের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলে; শিশুর জন্ম নিবন্ধন বহিতে তথ্যের সংখ্যা ও বৎসর, যদি থাকে, লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৩। **তত্ত্বাবধায়কের নিকট রিটার্ন সরবরাহ।-** প্রত্যেক নিবন্ধক, ধারা ৩৩ এর অধীন, সময় সময়, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখ বা উহার পূর্বে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূর্ববর্তী মাসে যে সকল ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট সনদ যথাযথভাবে গৃহীত হয় নাই সেই সম্পর্কে টিকাদান তত্ত্বাবধায়ককে রিটার্ন সরবরাহ করিবেন।

২৪। **সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধকের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।-** সরকার ধারা ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৩ এর অধীন জন্মনিবন্ধকের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য, তৎকর্তৃক নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। [বিলুপ্ত। পূর্ব পাকিস্তান মেয়াদোত্তীর্ণ এবং সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা বিলুপ্ত।]

অপরাধ ও দন্ড

২৬। **ম্যাজিস্ট্রেট চৌদ্দ বৎসরের কম যে কোনো অরক্ষিত শিশুকে টিকাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।—** যদি টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক লিখিতভাবে কোনো ম্যাজিট্রেটকে নোটিশ প্রদান করেন যে, কোনো তথ্যদাতার বা অন্যভাবে, তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, চৌদ্দ বৎসরের কম কোনো শিশু অরক্ষিত রহিয়াছে, এবং তিনি উক্ত শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে শিশুটিকে টিকাদানের জন্য আনয়নের জন্য নোটিশ প্রদান করিয়াছেন, এবং উক্ত নোটিশ অমান্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার সম্মুখে শিশুটিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য উক্তরূপ পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সমন জারি করিতে পারিবেন; এবং যদি ম্যাজিস্ট্রেট, তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর দেখিতে পান যে, শিশুটি অরক্ষিত শিশু রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, শিশুটিকে, উপস্থাপন করা হউক বা না হউক, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকাদান করাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

উক্ত আদেশ অমান্যের জন্য দন্ড।- যদি শিশুকে যে কোনো সময় তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট, যদি না ধারা ৫ এর অধীন শিশুটি টিকাদানের অনুপযুক্ত মর্মে সনদ প্রদান করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে তাহার উপস্থিতিতে টিকাদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং এইক্ষেত্রে এই দফার কোনো অমান্যতার জন্য উক্ত পিতা-মাতা বা অভিভাবককে অনধিক পাঁচ টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন।

যদি, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পরও, শিশুকে টিকাদান করা না হয়, বা টিকাদানের অনুপযুক্ত, বা টিকাদানে বোধশক্তিহীন বলিয়া প্রদর্শন না করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, যদিনা তিনি উক্তরূপ আদেশ বাস্তবায়ন না করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় নাই, এবং শিশুর টিকাদানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত তত্ত্বাবধায়ককে তথ্য দাতার, যদি থাকে, নাম প্রকাশ করিবার নির্দেশ হপ্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্ইতে, যেরূপ ন্যায্য বিবেচিত হইবে সেইরূপ খরচ এবং তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য যে সময় নষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য উক্ত তথ্য দাতাকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই আট বৎসরের উর্ধ্বের মেয়েদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিতির জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

২৭। **শিশু উপস্থাপন না করিবার দন্ড।-** যদি কোনো পিতা-মাতা বা অভিভাবক পূর্ববর্তী ধারার অধীন সমন প্রাপ্তির পর ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুকে উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং অপরাধ অব্যাহত থাকিলে প্রতিদিনের জন্য পঁচিশ টাকা জরিমানা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অপরাধের জন্য সর্বমোট জরিমানার পরিমাণ এক হাজার টাকার অধিক হইবে না।

২৮। **অবহেলাপূর্বক টিকাদান না করিবার দন্ড।—** যদি কোন ব্যক্তি, এই আইন লঙ্ঘন করিয়া,-

(ক) ধারা ১১ এর অধীন নির্ধারিত নোটিশ প্রাপ্তির পনেরো দিনের মধ্যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত অবহেলা করিয়া, কোনো গণটিকাদানকারী বা চিকিৎসক কর্তৃক টিকাদান করিবার জন্য উপস্থিত না হন, অথবা টিকাদানের পর পরিদর্শনের জন্য অপারেশন পরিচালনাকারী (যদি চিকিৎসক হন) বা পরিদর্শকের নিকট স্বশরীরে উপস্থিত না হন ; অথবা

(খ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোনো শিশুকে টিকাদানের জন্য আনিতে বা আনাইতে অবহেলা করেন, বা টিকাদানের পর পরীক্ষা করাইতে অবহেলা করেন; অথবা

(গ) কোনো সনদ প্রস্তুত করিতে এবং স্বাক্ষর করিতে অবহেলা করেন এবং উহা লাভের অধিকারী কোনো ব্যক্তি বা কোনো শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সনদ প্রদান করিতে অবহেলা করেন, অথবা জন্মনিবন্ধককে উহার প্রতিলিপি সরবরাহ করিতে অবহেলা করেন; অথবা

(ঘ) ধারা ১৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক টিকাদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত টিকাদানের জন্য নিজেকে শরীরে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন;

তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটনের বারো মাস পর কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। **মিথ্যা সনদ প্রস্তুত বা স্বাক্ষর করিবার দণ্ড।-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মিথ্যা সনদ বা ডুপ্লিকেট সনদ স্বাক্ষর করেন বা তৈরি করেন, বা স্বাক্ষর বা তৈরি করান, তাহা হইলে, তিনি [২][দণ্ড বিধি] এর সংজ্ঞার্থে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯ক। **গণ টিকাদানকারী বা পরিদর্শককে তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানের দণ্ড।-** যদি কোন ব্যক্তি গণটিকাদানকারী বা পরিদর্শককে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত বাধা প্রদান করিলে প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯খ। **গণটিকাদানকারী বা পরিদর্শক কর্তৃক বিরক্তিকর তথ্য লিপিবদ্ধের দণ্ড।-** কোনো গণটিকাদানকারী বা পরিদর্শক কোনো গৃহ, পরিবেষ্টিত স্থান, জাহাজ বা অন্যান্য স্থানে, উহাতে বসবাসকারীগণ, বা তাহাদের কেহ, অরক্ষিত বা সুরক্ষিত কিনা উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভান করিয়া বিরক্তিকরভাবে বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিলে, তিনি উক্ত প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০। **সরকার বা টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক মামলা দায়ের।-** অপরাধের বিচার সম্পর্কিত অপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আমলযোগ্য হইবে; কিন্তু সরকার বা টিকাদান তত্ত্বাবধায়কের আদেশ বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত অভিযোগ ব্যতীত, কোনো অপরাধের মামলা গৃহীত হইবে না।

৩১। **অবহেলার জন্য মামলা।-** কোনো শিশুকে টিকাদানের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অবহেলার কোনো মামলায় প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে না যে, বিবাদি নিবন্ধক বা এতদুদ্দেশ্যে এই আইনের চাহিদা মোতাবেক অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট হইতে নোটিশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু, যদি বিবাদি পূর্বে বর্ণিত কোনো সনদ, বা জন্ম সনদের বা পূর্বে বর্ণিত নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষিত টিকাদান স্থগিত সংক্রান্ত সনদের ডুপ্লিকেট উপস্থাপন করেন, যাহাতে উক্ত সনদ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে উহা তাহার সমর্থনে যথার্থ হইবে, তবে উক্ত তফসিল-ক ফরম অনুসারে সনদ ব্যতীত, যখন তথ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহার পূর্বেই উহাতে উল্লিখিত স্থগিতের মেয়াদ শেষ হইয়াছে।

বিবিধ

৩২। **টিকাদানকৃত শিশুর সংখ্যা, ইত্যাদি সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত।-** বার্ষিক প্রতিবেদনে কতজন শিশুকে সফলভাবে টিকাদান করা হইয়াছে, কতজনের টিকাদান স্থগিত করা হইয়াছে এবং উক্ত বৎসরে কতজনকে সফলভাবে টিকাদানে বোধশক্তিহীন বলিয়া প্রত্যয়ন করা হইয়াছে উহা উল্লেখ করা টিকাদান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হইবে; এবং তিনি সাধারণভাবে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত ফরম পূরণ করিবেন।

---

[২] "পাকিস্তান দন্ড বিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে "দন্ড বিধি" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তফসিলবলে প্রতিস্থাপিত।

৩৩। **সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে।**— সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে, সময় সময়, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বিধি প্রণয়ন বা আদেশ জারী করিতে পারিবে-

(ক) গণটিকাদানকারী এবং পরিদর্শকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) প্রদেয় ফি এর হার নির্ধারণ;

(গ) দেশের প্রথা অনুযায়ী যে সকল মহিলা টিকাদান কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারেন না এবং যাহারা অতিদরিদ্রতার কারণে ফি প্রদান করিতে পারেন না তাহাদের জন্য বিনামূল্যে টিকাদানের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঘ) লিম্ফ সরবরাহের বিধান;

(ঙ) গণটিকাদানকারী ও পরিদর্শক বা নিবন্ধক কর্তৃক সংরক্ষিত বহি ও ফরমসমূহ, এবং এই আইনের বিধান অনুসারে যে সকল ফরম চিকিৎসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে উহা নির্ধারণ; এবং

(চ) এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য গণটিকাদানকারী ও পরিদর্শক এবং অন্যান্যদের জন্য অনুসরণীয় নীতি-নির্দেশনা নির্ধারণ।

উক্তরূপ সকল বিধি বা আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

প্রথম তফসিল

(ধারা ৩ দ্রষ্টব্য।)

বরাবর

(এইখানে পিতা-মাতা বা অভিবাবকের নাম সন্নিবেশ করুন।)

নোটিশ গ্রহণ করিবেন যে, এতদ্দারা আপনাকে [৩][* * *] টিকাদান আইন, ১৮৮০ এর বিধানের অধীন (এইখানে শিশুর নাম সন্নিবেশ করুন), পিতা (এইখানে শিশুর পিতার নাম সন্নিবেশ করুন)-কে এই নোটিশ প্রাপ্তির পনেরো দিনের মধ্যে টিকাদানের জন্য গণ টিকাদান কেন্দ্রে আনিতে, বা আনাইতে, অথবা চিকিৎসক বা গণটিকাদানকারী কর্তৃক টিকাদান করাইতে নির্দেশ প্রদান করা হইল, এবং এইরূপ করিতে ব্যর্থ হইলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হইবে।

আপনার সবচাইতে নিকটবর্তী গণটিকাদান কেন্দ্রে টিকাদানের দিন ও সময় নিম্নরূপ:-

(এইখানে গণ টিকাদানকারীর উপস্থিতির দিন ও সময় সন্নিবেশ করুন।)

উক্ত (এইখানে শিশুর নাম সন্নিবেশ করুন)-কে উক্ত দিনগুলির উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কেন্দ্রে গণটিকাদানকারীর সন্মুখে উপস্থিত করা হইলে, অথবা শহরের অন্য কোনো গণ টিকাদান কেন্দ্রে টিকাদানের জন্য উক্ত দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত করা হইলে, উক্ত (এইখানে শিশুর নাম সন্নিবেশ করুন)-কে বিনামূল্যে টিকাদান করা হইবে।

---

[৩] "বেঙ্গল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তফসিলদ্বারা প্রতিস্থাপিত।

আপনি যদি আপনার গৃহে উক্ত (এইখানে শিশুর নাম সন্নিবেশ করুন)-কে টিকাদান করাইতে চাহেন, তাহা হইলে.....টাকা ফি প্রদান করা হইলে গণটিকাদানকরী সেইখানে উপস্থিত হইবেন।

তারিখ ....., ১৯

টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক, বা সিভিল সার্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

তফসিল-ক

(ধারা ৫ দ্রষ্টব্য।)

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এতদ্দ্বারা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমার মতে, ...এর শিশু, আবাসিক ঠিকানা ....., টিকাদানের জন্য এই মুহূর্তে উপযুক্ত নয় এবং যথোপযুক্ত অবস্থায় নাই, এবং আমি এতদ্দ্বারা সুপারিশ করিতেছি যে, অদ্য হইতে পরবর্তী একমাস টিকাদান স্থগিত থাকিবে।

তারিখ ....., ১৯

(চিকিৎসক বা পরিদর্শকের স্বাক্ষর।)

তফসিল-খ

(ধারা ৬ দ্রষ্টব্য।)

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এতদ্দ্বারা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ...এর শিশুর, আবাসিক ঠিকানা ....., ইতোমধ্যে গুটি বসন্ত হইয়াছে (অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যাহাকে আমি (বা গণটিকাদানকারী) .....এর শিশু, ঠিকানা .....,-কে তিনবার (বা ক্ষেত্রমত, দুইবার) অসফলভাবে টিকাদান করা হইয়াছে, এবং আমার অভিমত এই যে, উক্ত শিশু সফলভাবে টিকাদানে বোধশক্তিহীন।

তারিখ ....., ১৯

(চিকিৎসক বা পরিদর্শকের স্বাক্ষর।)

(টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।)

তফসিল-গ

(ধারা ৭ দ্রষ্টব্য।)

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এতদ্দ্বারা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ...এর শিশু, ...বয়স, আবাসিক ঠিকানা .....কে আমার দ্বারা (বা গণটিকাদানকারী দ্বারা) সফলভাবে টিকাদান করা হইয়াছে।

তারিখ ....., ১৯

(চিকিৎসক বা পরিদর্শকের স্বাক্ষর।)

তফসিল-ঘ

(ধারা ১১ দ্রষ্টব্য।)

নোটিশ গ্রহণ করিবেন যে, এতদ্দ্বারা আপনাকে [৪][***] টিকাদান আইন, ১৮৮০ এর বিধানের অধীন এই নোটিশ প্রাপ্তির পনেরো দিনের মধ্যে টিকাদানের জন্য গণ টিকাদান কেন্দ্রে নিজে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ প্রদান করা হইল, এবং এইরূপ করিতে ব্যর্থ হইলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হইবে।

আপনার সবচাইতে নিকটবর্তী গণ টিকাদান কেন্দ্র।

উক্ত কেন্দ্রে টিকাদানের দিন ও সময় নিম্নরূপ:-

(এইখানে গণটিকাদানকারীর উপস্থিতির দিন ও সময় সন্নিবেশ করুন)

উক্ত দিনগুলির উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কেন্দ্রে গণটিকাদানকারীর সন্মুখে আপনি উপস্থিত হইলে, অথবা শহরের কোনো গণটিকাদান কেন্দ্রে গণটিকাদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইলে, আপনাকে বিনামূল্যে টিকাদান করা হইবে।

আপনি যদি আপনার গৃহে টিকাদান করিতে চাহেন, তাহা হইলে .....টাকা ফি প্রদান করা হইলে গণটিকাদানকরী সেইখানে উপস্থিত হইবেন।

তারিখ ....., ১৯

টিকাদান তত্ত্বাবধায়ক, বা সিভিল সার্জন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

তফসিল-ঙ

(ধারা ১৮দ্রষ্টব্য।)

বরাবর

(এইখানে পিতা-মাতা বা অভিভাবক, অথবা অন্য ব্যক্তি যিনি শিশুর জন্ম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন তাহার নাম সন্নিবেশ করুন)

---

[৪] "বেঙ্গল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তফসিলদ্বারা প্রতিস্থাপিত।

নোটিশ গ্রহণ করিবেন যে, (এইখানে শিশুর মাতার নাম সন্নিবেশ করুন)- এর শিশুকে অদ্য যাহার জন্ম নিবন্ধন করা হইয়াছে, তাহার জন্মের ছয় মাসের মধ্যে [৫][* * *] টিকাদান আইন, ১৮৮০ এর বিধানের অধীন টিকাদান করাইতে হইবে, অন্যথায় দণ্ড প্রদান করা হইবে।

শিশুটি যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে উহার সবচাইতে নিকটবর্তী গণটিকাদান কেন্দ্রের ঠিকানা নম্বর.....। উক্ত কেন্দ্রের টিকাদানের দিন ও সময় নিম্নরূপ:-

(এইখানে গণটিকাদানকারীর উপস্থিতির দিন ও সময় সন্নিবেশ করুন।)

আপনি উক্ত শিশুকে উক্ত দিনগুলির উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কেন্দ্রে গণটিকাদানকারীর সম্মুখে উপস্থিত করিলে বা করাইলে, অথবা শহরের কোনো গণটিকাদান কেন্দ্রে গণটিকাদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিলে বা করাইলে, তাহাকে বিনামূল্যে টিকাদান করা হইবে।

আপনি যদি আপনার গৃহে শিশুকে টিকাদান করাইতে চাহেন, তাহা হইলে .....টাকা ফি প্রদান করা হইলে গণটিকাদানকারী সেইখানে উপস্থিত হইবেন।

সংযুক্ত ফরমের যে কোনো একটি ফরমে পরিদর্শক কর্তৃক, অথবা, যদি আপনি শিশুকে টিকাদানের জন্য ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত চিকিৎসক কর্তৃক পূরণকৃত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিবার বিষয়ে আপনাকে যত্নবান হইতে হইবে, এবং উহা আপনার দখলে রাখিবেন। পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র আপনাকে বিনামূল্যে প্রদান করা হইবে।

তারিখ ....., ১৯

জন্ম নিবন্ধক।

তফসিল-চ

(ধারা ২২ দ্রষ্টব্য)

টিকাদান স্থগিতের বহি যে জেলার জন্য

ক্রমিক নম্বর	শিশুর সংখ্যা	জন্ম	স্থগিতকরণ প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তারিখ	নিবন্ধকের স্বাক্ষর

[৫] "বেঙ্গল" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তফসিলবলে প্রতিস্থাপিত।

		বৎসর	বহিতে এন্ট্রি নম্বর		
১	রাম চন্দ্র দাস	১৮৭৮	১২	১০ মে, ১৮৭৮	এইচ.ও